Ucchasikher Dharan Dhaaran : Ekti Joutik Bishlesan
উচ্চশিক্ষার ধরণ ধারণ : একটি যৌক্তিক বিশ্লেষণ

ডঃ ছন্দা চ্যাটার্জ্জী
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্র-ফসর ও বিভাগীয় প্রধান
দর্শন বিভাগ, বালুরঘাট ক-লজ
দক্ষিন দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা নি-য় সমা-জর নানা স্ত-র নানা রকম আ-লাচনা -শানা যায়। -কউ -কউ এই রকম দাবী ক-র থা-কন -য, আগের দিনের শিক্ষা ব্যবস্থাটা নাকি ভালো ছিল, যা বর্তমান ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনায় করা যায় না। তাদের এই তত্ত্বের সমর্থনে কখনো কখনো কিছু তথ্যপ্রমাণ হাজির করেন। -যমন, অমুক স্কু-লর অমুক মাষ্টারমশাই -সই সম-য়র সাধারণ বি.এ পাশ হলেও অনেক বড় বড় পন্ডিত মানুষদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন। আবার এটাও দাবী করা হয় -য, আগের দিনের একজন সাধারণ ভাবে পাশ করা ডাক্তার নাকি এযুগের বড় বড় ডাক্তারদের মতো রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করে থাকেন। যদিও এই সব তত্ত্বকে সার্ব্বিকভাবে সমর্থন করা যায় কিনা, এ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। তবে আর যাই -হাক না -কন একটি সংশয় অ-ন-কর ম-ন জাগ-ত পা-র-- তাহ-ল বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা-ত কি অবক্ষ-য়র মর-চ ধ-র-ছ। এই ধর-ণর সংশয় প্রাথমিক শিক্ষা -থ-ক শুরু ক-র উচ্চশিক্ষা- সমস্ত স্ত-রই জাগ-ত পা-র। এই প্রব-ন্ধর উদ্দেশ্য হলো, উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে তথাকথিত সচেতন মানুষের আদর্শগত ধ্যান-ধারণা কি এবং বাস্তব পরিস্থিতিটাই বা কি।

উচ্চশিক্ষা লা-ভর জন্য -ছ-ল--ম-য়রা যখন ক-লজ বা বিশ্ববিদ্যাল-য়র গন্ডি-ত পা রা-খ তখন এক -শ্রণীর তথাকথিত স-চতন অভিভাবক এবং অভিভাবক-দর পাল্লায় পড়া -ছ-ল--ম-য়-দর দল একটি বা দুটি বি-শষ বিষয় নি-য় পড়াশুনা-ক জীবন এবং জগতের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মনে করে এবং অন্যান্য বিষয়গুলিকে অপাংক্তেয় করে রাখে। তাহলে প্রশ্ন হ-ত পারে, আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা কি শুধুমাত্র একটি বা দুটি বিষয়ের উপর দাঁড়ি-য় আ-ছ? এই জটিল মনস্তাত্বিক প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজে দেখতে হবে। আমরা যে সমাজ ব্যবস্থায় বাস করি, সেই তথাকথিত অবক্ষয়িত সমাজ ব্যবস্থায় একটি -ছ-ল বা -ম-য় যখন স্কু-লর গন্ডি -পরি-য় উচ্চশিক্ষার মূল দরজায় গি-য় দাঁড়ায় তখন সবার ম-ন -য প্রশ্নটা প্রথম আ-স তা হ-লা, -য বিষয় নি-য় তারা পড়-ত যা-চ্ছ -সই বিষয় শিক্ষার ভবিষ্যৎটা কি, অর্থাৎ কিনা একটি বি-শষ বিষ-য়র গতি প্রকৃতি -কান -কান দি-ক প্রবাহিত। কাঁচা বাংলায় এ-ক বলা -য-ত পা-র ঐ বি-শষ বিষয়টির 'বাজার' -কমন। 'বিষ-য়র ভবিষ্যৎ' কথাটির প্রধানত দুরক-মর অর্থ করা -য-ত পা-র- -কান একটি নির্দিষ্ট বিষয়-ক ভালোবেসে সেই বিষয়টি সম্বন্ধে যথাসম্ভব সার্ব্বিক জ্ঞান লাভ করে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন এবং সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা। অন্যভা-ব বলা যায়, -কান একটি বি-শষ বিষ-য়র শিক্ষা-ক নি-জর বাস্তব জীব-ন প্র-য়াগ ঘটি-য় সমাজ ব্যবস্থা তথা রা-ষ্ট্রর সার্ব্বিক উন্নয়-ন সাহায্য করা। শিক্ষার মূল আদর্শ এবং প্রাথমিক উদ্দেশ্য বোধহয় এটাই। 'বিষয়ের ভবিষ্যৎ' কথাটির এটা হলো ব্যাপক অর্থ। কিন্তু 'বিষয় শিক্ষার ভবিষ্যত' কথাটির সংকীর্ণ অর্থটি যদি ধরা যায় তবে সে ক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষাটা সার্ব্বিক স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থের উপর বেশী জোর দেয় এবং এটা লক্ষণীয় যে এই অর্থটিই -বাধহয় আজ সবার কাছে গ্রহন যোগ্য। 'বিষয়ের ভবিষ্যৎ' কথাটির সংকীর্ণ অর্থ হলো, যে বিষয়টি নিয়ে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য -কা-না শিক্ষা প্রতিষ্ঠা-ন যা-চ্ছ, তার -থ-ক চাকুরী পাওয়ার সম্ভাবনা কতদুর। অর্থাৎ -কা-না একটি বি-শষ বিষ-য় উচ্চশিক্ষা লা-ভর পর -সই বিষয়টি-ত চাকুরী পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু তার উপর নির্ভর ক-র সেই বিষয়টিকে নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার আগ্রহ কত বেশী বা কম। শিক্ষা লাভের এই সংকীর্ণ অর্থটি যদি গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয় তবে তা একটি ভয়ংকর সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যাবে। সেটা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে চাকরী

পরীক্ষার -ট্রনিং -কন্দ্র ছাড়া আর কিছুই বলা যা-ব না। এই অবস্থায় শিক্ষার আদর্শ, নৈতিকতা, মূল্য-বা-ধর হানি ঘট-ব---কান স-ন্দহ -নই।

এই আ-লাচনার পর -কউ হয়-তা বল-ত পা-রন, এটা -তা ঠিক -য উচ্চশিক্ষা লা-ভর জন্য যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠা-ন আসে, তারা সবাই তো আসে শিক্ষা শেষে একটা চাকুরী পাবার আশায়, জ্ঞান ভান্ডার বাড়া-নার জন্য নয়। এই কথা আমরা কখনই অস্বীকার করতে পারিনা এবং এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও কিন্তু এটা প্রমাণ করা নয় যে, পড়াশুনো করা উচিৎ শুধু জ্ঞান ভান্ডার বাড়ানোর জন্য, চাকরী পাবার জন্য নয়। বর্তমান পরিস্থিতি কে যদি ভালোভাবে বিচার করা যায় ত-ব একথা স্বীকার কর-তই হ-ব -য ভা-তর ব্যবস্থা করা দরকার আ-গ। অর্থাৎ রুজি -রাজগা-রর কথা আ-গ ভাব-ত হ-ব। কিন্তু সমস্যা হ-লা- -কান একটি বা দুটি ভা-লা বিষয় নি-য় পড়াশুনা কর-লই চাকুরীর সু-ব্যবস্থা হ-ব, অন্যগুলির ক্ষেত্রে তা হবে না- এই ধর-নর মানসিকতা -ছ-ল-মেয়েদের মনে জন্মাচ্ছে কেন? কতগুলো বিষয়ের প্রতি ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের অগাধ ভা-লাবাসা এবং বাকী-দর প্রতি -য তীব্র অনীহা তার মনস্তাত্বিক বি-শ্লষণ প্র-য়াজন। এটা অবশ্য ঠিক -য, -কান -কান ভা-লা বিষয় নি-য় পড়াশু-না কর-ল চাকুরী পাওয়ার সু-যাগ কিছুটা -বশী পাওয়া যায়। কিন্তু সুযোগটা কোন ক্ষেত্রে বেশী পাওয়া যায় তা দেখা দরকার। কোন একটি বিষয় নিয়ে পড়াশু-না ক-র যদি ভা-লা ফল করা যায় তবে সেক্ষেত্রে চাকুরী পাওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা বেশী থাকে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এটাও ঠিক অনেক ছাত্র-ছাত্রীই তথাকথিত ভালো বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করেও কিন্তু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কা-জই একটি বা দুটি বি-শষ বিষয় নি-য় পড়াশু-না করলে চাকরীর ব্যবস্থা পাকা, অন্য ক্ষেত্রে নয়-- এই ধারনাটা কতটা সঠিক তা নি-য় স-ন্দ-হর য-থষ্ট অবকাশ আ-ছ।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কাজেই বিষয় নির্বাচন করার ব্যাপারটিকে খুব ভালোভাবে বি-বচনা কর-ত হ-ব। বিষয় নির্বাচন করার সময় আমা-দর প্রধানত দুটি দি-কর প্রতি নজর -দওয়া উচিৎ-(১) -য বিষয়টি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা করতে যাচ্ছে সেই বিষয়টির প্রতি তাদের ঝোঁক বা প্রবনতা (ভালোবাসা) কতটা এবং (২) ঐ বিষয়টি নি-য় পড়াশুনা করার ক্যাপাবিলিটি বা সামর্থ্য তার আ-ছ কিনা। বিষ-য়র প্রতি ভা-লাবাসা এবং ক্যাপাবিলিটি- এই দুটিই যদি কা-রা মধ্যে থাকে তবে সেক্ষেত্রে তার সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। তবে ক্যাপাবিলিটি কিছুটা কম থাক-লও অ-নক সময় বিষ-য়র প্রতি -ঝাঁক বা ভা-লাবাসা কার-ণও সাফল্য আসার সম্ভাবনা থা-ক। কিন্তু সমস্যা হয় তখন যখন কা-রা -কান একটি বিষয় আত্মস্থ করার ক্যাপাবিলিটি এবং বিষ-য়র প্রতি অনুরাগ -কানটিই নেই অথচ অন্যের পরামর্শে সে সেই বিষয়টি নিয়ে পড়ার জন্য মনস্থির করেছে। এইসব ক্ষেত্রে ঐ ধরণের ছাত্র-ছাত্রীদের খুব ভালোভাবে যদি কাউনসেলিং না করা যায় তবে তাদের সাফল্য কতটা আসবে সেই বিষয়ে সংশয় -থ-ক যা-ব।

এখন দেখা যাক, বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছেলে--ম-য়-দর স্বাধীনতা -দওয়া হয় কতটুকু। এটা খুব বাস্তব সত্য -য, বিষয় নির্বাচন করার সময় খুব কম অভিভাবকই তা-দর -ছ-ল-মেয়েদের মতামত কে গুরুত্ব দেন। এর সপক্ষে অনেক অভিভাবকের যুক্তি হলো যে, ছেলে--ম-য়-দর -কা-না একটি বিষয় সম্ব-ন্ধ এবং -সই বিষ-য়র ভবিষ্যৎ সম্ব-ন্ধ -য -বাধ তা বিষয় নির্বাচ-নর প-ক্ষ য-থষ্ট নয়। এই -বাধ দি-য় তারা -কা-নাভা-বই তা-দর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কর-ত পা-র না। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিটা গ্রহনযোগ্য বলে মনে হলেও এটা খুব সন্তোষজনক নয়। কারণ এক্ষেত্রে ছেলে--ম-য়-দর ভা-লালাগা-মন্দলাগা কে খুব একটা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় না। কোনো অভিভাবক যখন নিজেদের পছন্দ ম-তা -কান একটা বিষয় -ছ-ল--ম-য়-দর ঘা-ড় চাপি-য় -দন, তখন তারা হয়ত -ভ-বও -দ-খন না -য ওই -বাঝা ব-য় নি-য় যাবার ক্ষমতা তা-দর -ছ-ল--ম-য়-দর আ-দৌ আ-ছ কিনা। কখ-না কখ-না -ছ-ল বা -ম-য় হয়-তা তা-দর অক্ষমতার কথা বলবার চেষ্টা করে কিন্তু নাছোড়বান্দা অভিভাবকরা তাদের কথার বিশেষ গুরুত্ব দেন না। অভিভাবক-দর এই রকম আচর-নর অ-নক রকম ব্যাখ্যা -দওয়া যায়। -যমন, অভিভাব-কর পরিচিতি বন্ধুর -ছ-ল বা মেয়ে একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করে বড় হয়েছে। তাদের সেই বন্ধু কে টেক্কা দিতে গেলে তাদের ছেলে-

-ম-য়-ক অবশ্যই -সই বিষয় পড়-ত হ-ব। আবার কখ-না কখ-না পাড়া-প্রতি-বশী কিছু পরামর্শদাতা অভিভাবক-দর এমন মগজ -ধালাই ক-রন -য অভিভাবক-দর এবিচার বুদ্ধির প্রায় -লাপ -প-য় যায়। অভিভাবকরা তখন বাস্তব পরিস্থিতি ভু-ল, -ছ-ল--ম-য়-দর ক্যাপাবিলিটির কথা চিন্তা না ক-র এক আদর্শ অবস্থার কল্পনা ক-র থা-কন। ত-ব একথা ঠিক -য, অ-নক স-চতন অভিভাবক আ-ছন যারা অ-নক চিন্তা ভাবনা ক-র, -ছ-ল--ম-য়দের মতামত কে যুক্তি-তর্ক দি-য় বিচার-বি-শ্লষণ ক-র ত-বই -ছ-ল--ম-য়-দর জন্য বিষয় নির্বাচন ক-রন। যদিও এই ধর-ণর অভিভাবক-দর সংখ্যা নিতান্তই কম।

কিন্তু এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে বিষয় নির্বাচনটা ছেলে--ম-য় বা অভিভাবক-- কা-রার হা-তই থা-ক না। কারণ আমা-দর -য শিক্ষা ব্যবস্থা তা-ত একটি নির্দিষ্ট নম্বর না থাকলে বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকে না। এসব ক্ষেত্রে -ছ-ল--ম-য়-দর একটা বি-শষ বিষয় নি-য় পড়ার আগ্রহ থাক-লও নম্ব-রর বাধ থাকার কার-ণ বাধ্য হ-য় তা-ক অন্য বিষয় নি-য় পড়-ত হয়। এর ফল স্বরুপ -যটা হয় -সটা হ-লা -ছ-ল--ম-য়-দর ম-ন এই মানসিকতার জন্ম হয় -য, পছন্দ ম-তা বিষয় যখন পাওয়া -গল না তখন বছরটা নষ্ট ক-র লাভ -নই, যা পাওয়া -গল তাই পড়া ভা-লা। তখন তাদের কাছে ঐ বিষয়টা পড়া আর ঘরে বসে থাকা প্রায় একই। আবার এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে একটা ভালো নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও ছেলে-মেয়েদের বা অভিভাবকদের বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকে না। এক্ষেত্রে অন্তরায় হ-য় দাঁড়ায় অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। একটি নির্দিষ্ট বিষয় পড়ার আগ্রহ হয়-তা -ছ-লটির বা -ম-য়টির আ-ছ, -সই বিষয়টি পড়ার সু-যাগও হয়-তা -স পা-ব কিন্তু -সই বিষয়টি নি-য় পড়াশু-না করার -য খরচ তা হয়-তা তার অভিভাবক-দর -নই।

এতক্ষন আলোচনার পর কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন বাস্তব পরিস্থিতিটা যদি এই রকম হয় তাহ-ল আমা-দর করণীয় কী? আমরা সম্ভাব্য দুরকম উপায়ের কথা বিবেচনা করতে পারি। ১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে যথাযথ কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা রাখা উচিৎ এবং ২) সরকা-রর -মধাবী অথচ অর্থনৈতিক ভা-ব দূর্বল -ছ-ল--ম-য়-দর শিক্ষা সংক্রান্ত দিকটি কে আরো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যেটা সবচেয়ে গুরুত্ব সহকারে বি-বচনা করা উচিৎ তা হ-লা কাউন্সিলিং। কাউন্সিলিং হ-লা -ছ-ল--ম-য়-দর পছন্দ অপছন্দের বিষয়গুলিকে ভা-লাভা-ব বিচার বি-শ্লষন করা এবং পছন্দম-তা বিষয় পড়-ত পার-ছ না ব-ল তা-দর ম-ন -য হতাশার সৃষ্টি হ-চ্ছ সেই হতাশা থেকে তাদেরকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা। ছেলে-মেয়েদের সামনে যুক্তি দিয়ে এবং উদাহরণ দিয়ে দেখাতে হ-ব -য, -কা-না বিষয় যদি আগ্রহ নি-য় পড়াশু-না করা যায় সাফল্য আস-ত বাধ্য এবং জীব-ন উন্নতি করা সম্ভব। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে যথেষ্ট ভূমিকা নিতে হবে। প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাউন্সিলিং এর জন্য অন্ততঃ একজন দক্ষ শিক্ষক রাখা -য-ত পা-র। -ছ-ল--ম-য়-দর -কা-না একটি বি-শষ বিষ-য়র প্রতি আগ্রহ এবং অন্য বিষয় গুলোর প্রতি তীব্র অনীহা যথাযথ কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে দূর করা সম্ভব।

সর্বপরি, সরকার কে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারটি আরো গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। একজন ভালো ছাত্র বা ছাত্রীর একটি বি-শষ বিষয় পড়ার সু-যাগ আ-ছ এবং ক্যাপাবিলিটি আ-ছ কিন্তু অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কার-ণ -স তার পছন্দ ম-তা বিষয় পড়তে পারছে না। ঐ ধরনের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য যদি আর্থিক সু-যাগ-সুবিধা আ-রা বাড়া-না যায় ত-ব হয়-তা সুদুর প্রসারী ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। যদিও এব্যাপারে সরকার যথেষ্ট ভূমিকা নিচ্ছে এবং দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থনৈতিক সুবিধা -দওয়ার জন্য বিভিন্ন ধর-ণর পরিকল্পনা গ্রহণ ক-র-ছ। তথাকথিত কিছু মানুষ যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে কারখানার সঙ্গে তুলনা করেন, যারা মনে করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো আনপ্রোডাক্টিভ ফ্যাক্টরী, তারাও চুপ হয়ে যাবেন যদি সরকার শিক্ষার দিকে একটু বেশী মনযোগ দেন। কারন এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকেই জন্ম নিয়েছে বহু জ্ঞানী-গুনী মণীষী। কাজেই আমরাও এখান থেকে অনেক কিছু আশা করতে পারি।